|  |
| --- |
| **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** স্বাধীনতা বাঙ্গালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, দীর্ঘ নয় মাস লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়ে লাল সবুজের সূর্যখচিত পতাকা বাংলার আকাশে উদিত হয়। লাখো শহীদের রক্ত, মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং হাজারো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, শোষণ বঞ্চনার অবসান, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং আত্ম-নির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠাই হলো মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা এবং সর্বোপরি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মান ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপর দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই তবে মুক্তিযোদ্ধা পরবিারের নারী সদস্যদের স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাসহ নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখা হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

**অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়** ১৪.৭ অনুচ্ছেদে দারিদ্র্য হ্রাস, আয়ের অসমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষার মত cross-cutting issues **কে** সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সম্পৃক্ত কার্যক্রমের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। **তন্মধ্যে** নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষার মত বিষয়গুলোতে বিদ্যমান অসমতা দূ**রী**করণে **উল্লেখযোগ্য কয়েকটি** মন্ত্রণালয়ের অধিক্ষেত্রের আওতায় এডিপিভুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার যে নির্দেশনা দেয়া আছে সেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম উল্লেখ আছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে দারিদ্র্য বিলোপ (১নং Goal) এবং অসমতা হ্রাস (১০ নং Goal) এ দুটো অভীষ্ট অর্জনের জন্য ৪টি টার্গেটের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর ৩.২৬-মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য এবং ৩.২৭ এর সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের জন্য যে লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে সে অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে মানসম্মত উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা **হয়েছে**। বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যে ’জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ’ প্র**ণয়ন** **করেছে** তা বাস্তবায়নের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় **নানা ধরনের** **কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।**

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা:** আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও সংগঠন তৈরির কার্যক্রম ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের নারী সদস্যদের স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এতে তাদের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল পর্যায়ে নারী সমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। অকুতোভয় নারী মুক্তিযোদ্ধারা একদিকে যেমন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিতে অনন্য অবদান রেখেছেন। এ প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবোজ্জল ভূমিকা জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য সকল নারী মুক্তিযোদ্ধাগণকে তালিকাভুক্তকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে । ইতোমধ্যে ৪৩৮ জন বীরাঙ্গনার (নারী মুক্তিযোদ্ধা) তালিকা গেজেটভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাসহ সরকার কর্তৃক নানাবিধ সুবিধা প্রদানের ফলে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বিশেষতঃ পরিবারের নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।
* **বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ:** মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও প্রদর্শন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন নিবন্ধন, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হালনাগাদকরণ, যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনের মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সকল কর্মকান্ডে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।
* **মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং ভৌত উন্নয়ন:** মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের দলিল ও ইতিহাস সংশোধন ও পরিমার্জন, স্মৃতি সংরক্ষণে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ সকল কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব:** মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদানসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৬.১ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের সাফল্য:**

* মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদানসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে **৩৯.২৫** কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে বিগত তিন বছরে প্রায় **৪৫,৬৫৩** জন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পোষ্যদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এ পর্যন্ত **৪২,৭২৯** জনকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণার্থী এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সদস্য রয়েছে। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের নারী সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।
* বর্তমান সরকার নারী মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনা) তালিকা প্রকাশের (গেজেট) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সমঅধিকারের লক্ষ্যে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনা) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনা) আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। **২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৩৮** জন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) কে অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্ম-নির্ভরশীল, স্বাবলম্বী ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণসহ বিআরডিবির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ৭৮৩৮টি যুদ্ধাহত এবং শহীদ পরিবারকে স্বল্পমূল্যে রেশন প্রদান করা হচ্ছে।

**৬.2 নারী উন্নয়নে গৃহীত কোন প্রকল্প/কর্মসূচি Impact evaluation/IMED evaluation/project completion report এর পর্যবেক্ষণ:** দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে **৬৪টি** জেলায় এবং ৪০৬**টি** উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত এ সকল ভবন বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয় মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে পরিবারের নারী সদস্যগণও উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়া, সারাদেশে ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে মোট ২,৯৭১টি বাড়ি নির্মাণপূর্বক হস্তান্তর করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২৯৬২ টি বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করাসহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে করে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের নারী সদস্যদের আর্থ সমাজিক উন্নয়ন ঘটছে।

**৬.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করত: তাদের তালিকা প্রণয়ন ও ডাটাবেইজ তৈরিকরণ;
* সরাসরি সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ নারী মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনগুলোর কিছু অংশ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করে এবং প্রাপ্ত আয় মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের পুনর্বাসনের কাজে ব্যয় করা।